

Vol. 39 | No. 2 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল পরিচালিত 'লাঙল' : সুভাষ সংখ্যা

Volume	39
Issue	2
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Abu Hena Abdul Awal
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v39i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i2.7
Pages	134-146
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুল পরিচালিত 'লাঙল' : সুভাষ সংখ্যা

আবু হেনা আবদুল আউয়াল

ভূমিকা :

করাচির পল্টনের জীবনেই কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর প্রকৃত সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'মুক্তি', 'স্বামীহারা', 'কবির সমাধি', 'হেনা', 'আশায়', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোর'-প্রভৃতি গল্প ও কবিতা পল্টনে বসেই লেখা। ওই সময়ে এগুলো তিনি 'মাসিক সওগাত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পত্রিকা', 'প্রবাসী', 'নূর'-পত্রিকায় প্রেরণ করেন এবং এসব পত্রিকায় সেগুলো প্রকাশিত হয়। পল্টন থেকে লেখালেখি সূত্রে মুজফফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় নজরুলের প্রতিভা বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যুদ্ধশেষে ৪৯নং বাঙ্গালি পল্টন ভেঙে দিলে (মার্চ ১৯২০) নজরুল কলকাতায় চলে আসেন। এখানে বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বোর্ডিং-এ (রমাকান্ত বোস ইন্সটিটিউট) তিন-চার দিন থাকার পর মুজফফরের বাসায় (৩২, কলেজ স্ট্রীট) গিয়ে উঠেন এবং এখানেই থেকে যান। পল্টন-ফেরত নজরুল অন্য কোন চাকরি না খুঁজে লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। সমসাময়িক পরিবেশটিও ছিলো তাঁর অনুকূল।

নজরুলের সাংবাদিকতা :

ইংরেজবিরোধী খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মুজফফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)-কে উৎসাহিত ও রাজি করান [*মুজফফর আহমদ ১৯৬৯:৪৫*)]। ফজলুল হকের অর্থানুকূল্যে ও মালিকানায় মুজফফর আহমদ ও নজরুল ইসলামের যুগ্ম সম্পাদনায় ১২ই জুলাই (১৯২০) 'নবযুগ' নামে সান্ধ্যদৈনিক রূপে পরিকল্পিত পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। একই সঙ্গে এখান থেকে নজরুলের সাংবাদিকতারও হাতেখড়ি।

নজরুলের চড়া স্বর ও আবেগমথিত ভাষা ব্যবহারে পত্রিকাটি অভাবিত রকমের জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং একই সঙ্গে সরকারের রোষে পড়ে। ফলে

জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়। পরে 'নবযুগ' পুনঃপ্রকাশিত হলেও তিনি তাতে বেশি দিন থাকেননি। কিন্তু 'নবযুগে' কাজ করার আনন্দ ও অভিজ্ঞতা তাঁকে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে, অথবা বলা যায়, জীবিকা-অর্জনের চেয়ে নিজস্ব ভাবনাচিন্তা প্রকাশের জন্যেই তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি 'সেবক' (১৯২১), 'দৈনিক মোহাম্মদী' (১৯২২), 'নওরোজ' (১৯২৭) ও 'সাপ্তাহিক সওগাত' (১৯২৮)-এ স্বল্প সময়ের জন্যে চাকরি করেন।

১৯২২ সালে (১১ই আগষ্ট) নজরুল নিজের স্বত্বাধীনে ও সম্পাদনায় বের করেন অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হবার প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত এ পত্রিকায় তিনি নবজাগ্রত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের স্বাগত জানান। তাঁরাও একে নিজেদের কাগজ বলে মনে করেন। এ পত্রিকায় তিনি ভারতের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানান। প্রথমে থেকেই 'ধূমকেতু' বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করায় সরকার এ পত্রিকার প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখে। এ পত্রিকায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' (প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা) কবিতার জন্যে তাঁকে এক বছরের (১৯২৩) সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কিন্তু তাতে তিনি দমে যাননি, বরং আরও জ্বলে উঠেছেন যেন। এরপর তিনি রাজনীতির দিকে ঝুঁকতে থাকেন। অবশ্য কবি-জীবনের প্রথম থেকেই তিনি রাজনীতিসচেতন ছিলেন। তাঁর সাহিত্যচর্চায় ও সাংবাদিকতায় সেই সচেতনতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

নজরুলের রাজনীতি ও 'লাঙল' পরিচিতি :

বিশের দশকের শেষাশেষি নজরুল রাজনীতিতে আরো প্রত্যক্ষ বা আরো ঘনিষ্ঠ হন। এ সময় তিনি যেন কর্মী থেকে নেতায় পরিণত হচ্ছিলেন। তিনি এবার (১৯২৫) সরাসরি বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য হলেন এবং তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা প্রসারিত করলেন। তিনি দৃষ্টি দিলেন গ্রামীণ জীবনের দিকে-যেখানে বাস করে মোট জনসংখ্যার আশি শতাংশ, যাদের পেশা কৃষি ও মৎস্য শিকার। একই সময়ে তিনি, শামসুদ্দীন হোসায়েন, হেমন্তকুমার সরকার ও কুতুবুউদ্দীন আহমদ প্রমুখ মিলে গঠন করেন ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অন্তর্গত শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায় (The Labour Swaraj Party of Indian National Congress) [*রফিকুল ইসলাম ১৯৯১:১১৭*]। এ পার্টির পক্ষ থেকে ১৯২৬ সালে তিনি ঢাকা বিভাগ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল) থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই পার্টির ঘোষণাপত্র রচনায় তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁরই স্বাক্ষর বা নামসহ তা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী (*লাঙল, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা*: ১১-১৩) থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (democratic Socialism) বা সমাজতান্ত্রিক

ধরনের সমাজ (Socialistic paltern of society) প্রতিষ্ঠাই ছিল এ পার্টির মূল লক্ষ্য। এ পার্টির মুখপত্র '*লাঙ্গল*' ('শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র') এবং এর 'প্রধান পরিচালক' নিযুক্ত হলেন [কাজী] নজরুল ইসলাম স্বয়ং। সম্পাদক নিযুক্ত হলেন শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।[১] অবশ্য ত্রয়োদশ সংখ্যা থেকে শ্রীমণিভূষণের পরিবর্তে শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাসের[২] নাম সম্পাদক হিসাবে ছাপা হয়। মণিভূষণ বা গঙ্গাধর নামমাত্র সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার সমুদয় কাজকর্ম নজরুলকেই করতে হতো। এজন্যে তিনি কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা পেতেন না। পার্টির খাতিরে ও আদর্শের তাগিদে তিনি নিজে থেকেই অকুণ্ঠচিত্তে কাজ করে যেতেন। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন বলেন, 'লাঙল' পরিচালনাকালে হুগলি থেকে কোলকাতায় এসে অফিস করার দুর্ভোগ পোহানো ছাড়া নজরুলের বিশেষ কোন আর্থিক লাভ হয়নি। বরং একটা আদর্শগত অনুভূতির তাড়নায় নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি 'লাঙল' পরিচালনা করতেন। অনেক সময় 'লাঙল' অফিসে যাতায়াতের খরচও তাঁর কাছে থাকতো না।' [*১৯৮৮ : ৫৯*] তিনি তাঁর অন্যান্য পত্রিকার মতো এ পত্রিকায়ও নিজের লেখা, অন্যের লেখা ও সংবাদাদি প্রকাশে বরাবরই স্বকীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পরিকীর্ণ করেছেন। উল্লেখ্য যে এ সময়ে নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাদর্শে মার্ক্সীয় দর্শন বা কমিউনিজম সতত সক্রিয় ছিলো। ১৯২৬ সালের ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারি নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল (Bengal peasants' and Workers' party) গঠিত হলে দলীয় সদস্য সৈয়দ জাহিদুল হকের প্রস্তাবে ও আফতাব হোসেন জোয়ার্দারের সমর্থনে লাঙলকে তার মুখপত্র রূপে গ্রহণ করা হয় [*লাঙল, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা : ১১*]। সামান্য পরিবর্তনসহ স্বরাজ সম্প্রদায়ের ঘোষণা পত্রটিও পার্টি গ্রহণ করে।

লাঙলের প্রথম সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা রূপে ১৯২৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করে। এর কভার পৃষ্ঠায় 'লাঙলে কি কি থাকিবে' শিরোনামে ঘোষিত হয় মূল উপজীব্য বিষয়সমূহ। উল্লিখিত বিষয়সমূহ হচ্ছে,

১. বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতা
২. ম্যাক্সিম গর্কীর জগৎবিখ্যাত রোমাঞ্চকর উপন্যাস 'মা'-র ধারাবাহিক অনুবাদ
৩. কার্ল মার্ক্সের জীবনী
৪. প্রজাস্বত্ব আইনের ধারাবাহিক আলোচনা
৫. গণআন্দোলন সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা ও সংকলন
৬. প্রতি সংখ্যায় একখানি করে ছবি

ঘোষণা অনুসারে লাঙলের বিভিন্ন সংখ্যায় এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকে লাঙলের বিপ্লবী চরিত্র সহজেই আঁচ করা যায়। মার্ক্সস, লেনিন, রুশ, চীন, শ্রেণী-সংগ্রাম ও কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত নানা তত্ত্ব ও তথ্য লাঙলই প্রথম বাংলা ভাষায় ও বাংলাদেশে ফলাও ভাবে প্রকাশ করে। 'এদেশে কমিউনিস্ট

ভাবধারা প্রচারের কাজে লাঙলই সম্ভবত প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র' [*মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ১৯৭৭:৪৪৪*]। পত্রিকাটি রুশ দেশেও যেত [*শেখ দরবার আলম ১৯৮৮:৩৬৫*]। বস্তুত লাঙল কমিউনিজমকে অঙ্গীকার করেছে এবং লাঙলের মাধ্যমে তৎকালীন বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ও ভাবধারা পরিপুষ্টি অর্জন করেছে। লাঙলে অন্য যেসব প্রসঙ্গ বা বিষয় স্থান পায় সেগুলোও কোনো না কোনোভাবে কমিউনিজমের ভাবধারার সম্পূরক। অর্থাৎ লাঙলের স্থায়ী ভাব কমিউনিজম ও অস্থায়ী ভাব অন্যান্য প্রসঙ্গ।

নজরুলের পরিচালনায় লাঙলের সর্বমোট পনেরটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। লাঙলের পঞ্চদশ সংখ্যা অর্থাৎ সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের ১৫ই এপ্রিল। কয়েক মাস বিরতির পর 'গণবাণী'[৩] আত্মপ্রকাশ করলে লাঙল তার সঙ্গে একীভূত হয়। নজরুল পরিচালিত লাঙলের পনেরটি সংখ্যার মধ্যে তিনটি সংখ্যা ছিলো বিশেষ সংখ্যা: 'বিশেষ সংখ্যা' (প্রথম সংখ্যা), 'সুভাষ সংখ্যা' (পঞ্চম সংখ্যা ও 'মৎস্যজীবী সংখ্যা' (ত্রয়োদশ সংখ্যা)।

লাঙলের সুভাষ সংখ্যা :

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)-র ত্রিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লাঙলের পঞ্চম সংখ্যাটি সুভাষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয় (২১শে জানুয়ারী ১৯২৬)। এর পূর্বে চতুর্থ সংখ্যার কভার পৃষ্ঠায়ই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, 'আগামী বারে জনৈক কারারুদ্ধ আদর্শ দেশভক্তের পুণ্যচরিত্রচিত্রণে লাঙলের বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে। এই বিশেষ সংখ্যায় অর্থাৎ 'সুভাষ সংখ্যায়' সুভাষের ছবিসহ তাঁর উনত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনী, কর্মপন্থা ও তাঁর চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। সুভাষ প্রসঙ্গ ছাড়াও এতে আরো দু'চারটি প্রসঙ্গ স্থান পায়। সুভাষসংখ্যার বিষয়সূচি নিম্নরূপ :

জন্মোৎসব [কবিতা]
দেশভক্ত সুভাষচন্দ্র বসু
সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী
দেশবন্ধু সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের চিঠি
নজরুল ইসলামের পত্র
কমিউনিজম ও বলশেভিজম: সাম্যবাদী সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ
কমিউনিস্ট পার্টির গঠন
পুস্তক সমালোচনা : বাংলার কৃষকের কথা
রবীন্দ্র উদ্ধৃতি

আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্যে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হলো :

ক. সুভাষ প্রসঙ্গ : জন্মোৎসব, দেশভক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী, দেশবন্ধু সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের চিঠি।

খ. কমিউনিজম প্রসঙ্গ : কমিউনিজম ও বলশেভিজম, কমিউনিস্ট পার্টির গঠন।

গ. বিবিধ প্রসঙ্গ : নজরুল ইসলামের পত্র, পুস্তক সমালোচনা, রবীন্দ্র-উদ্বৃতি।

(ক) সুভাষ প্রসঙ্গ : সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী সংক্ষুব্ধ যুবপ্রাণ। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি অসম্ভব সম্ভাবনা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন। মুসোলিনি (১৮৮৩-১৯৪৫)-র আদর্শে প্রভাবিত ও সমাজতন্ত্র মনস্ক ও বিপ্লবী নেতা কংগ্রেসে বিপ্লবী অংশের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। দাসত্বের সর্ববিধ শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে তিনি ছিলেন আত্মোৎসর্গী প্রাণসত্তা। লাঙল-কর্তৃপক্ষ যখন তাঁর উপর বিশেষ সংখ্যা বের করেন তখন তিনি ঊনত্রিশ বছরের যুবনেতা এবং কারাবন্দী। লাঙল-কর্তৃপক্ষ তাঁকে ত্রিশতম জন্মদিনে এভাবে শুভেচ্ছা জানায়, 'আগামী ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ত্রিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করবেন। তিনি শীঘ্র কারামুক্ত হয়ে এসে সহায়হীন শ্রমিক ও কৃষকদের মুক্তিপথে অভিযানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করুন, এবং সফলকাম হয়ে শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করুন, তাঁর ত্রিংশ জন্মদিনে আমাদের এই শুভেচ্ছা।' [*৫ম সংখ্যা:* ৬]

সুভাষ তাঁর ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, সাহস ও সংগ্রামে ভারতীয় রাজনীতির এক প্রোজ্জ্বল পুরুষ। তিনি নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত, হতপ্রাণ জাতির জীবনে সঞ্চার করেছেন আশা, স্বপ্ন, সম্ভাবনা ও প্রাণচেতনা। এ বাস্তব সত্য বিবৃত হয়েছে শ্রী নরেন্দ্রদেবের 'জন্মোৎসব'-শীর্ষক কবিতায়। এ কবিতায় তিনি সুভাষের মহিমা কীর্তন করে বলেছেন, সুভাষ যে এদেশের পাণ্ডুর আকাশ উজ্জ্বল করে দেবে একদিন তা তাঁর 'শৃঙ্খলিতা জননী'-জন্মভূমি কখনো কল্পনা করেনি, ভাবেনি। ভাবেনি কখনো তিনি অন্ধকার ও বিষাক্ত বাতাস দূর করে 'নির্জীব মনে নতুন পরাণ' সৃষ্টিতে সক্ষম হবেন। তিনি জেনেছেন সবার উপরে স্বাধীন স্বদেশ। জন্মভূমির সম্মান রক্ষার্থে তিনি কারাবরণ করেছেন। এ জীবনে তিনি ব্রত করেছেন স্বাধীনতা। প্রাণের স্পন্দন ছড়িয়ে দিয়েছেন নবীন প্রজন্মে, জাগিয়ে দিয়েছেন সবাইকে। এ বীরের গৌরববর্ণনা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে বাঙময় কবিকণ্ঠ;

হে গরিষ্ঠ নব বাহু
বীরপ্রসূ
জননীর হে নবীন শান্তনু নন্দন,
তোমার এ জন্ম দিনে আজ
কিশোর রাজ্যের ওগো নির্ব্বাসিত বীর যুবরাজ,
তাহাদের সকলের ভালে
পরাইয়া জয়টীকা বক্ষ চিরি শোণিতের লালে
তোমারে করিব সম্মানিত
হে দেশ বন্দিত। [*পূর্বোক্ত :৪*]

সুভাষচন্দ্রের জীবন ছিলো কর্মমুখরিত ও ঘটনাবহুল। তবে তাঁর চিন্তা ও কর্মে স্বদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিচেতনাই ছিলো মুখ্য। 'দেশভক্ত সুভাষচন্দ্র বসু' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর ঊনত্রিশ বছরের জীবনকাহিনী ও কর্ম-পরিকল্পনা আলোচিত হয়েছে। এতে দেখা যায়: তিনি বাল্যকালে জন্মস্থান কটকের ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি জনসেবা ও দেশপ্রেমে সর্বিশেষ উদ্বুদ্ধ হন। ফলে তাঁর লেখাপড়ায় মন বসতো না তেমন। কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী হওয়ার ফলে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান, আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ ও বি.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ছাত্রাবস্থায় একবার তিনি সন্ন্যাসধর্মেও আকৃষ্ট হন। কিন্তু সন্ন্যাসে গিয়ে সন্ন্যাসের দুরবস্থা দেখে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফিরে আসেন। পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে (Experimental Psychology) এম.এ. পড়ার সময় পিতার প্রস্তাবানুসারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আই.সি.এস. পড়তে বিলেত চলে যান। তিনি ভেবেছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আই.সি.এস. পাশ করতে পারবেন না, বরং কেম্ব্রিজের ডিগ্রী নিয়ে এসে দেশে শিক্ষকতা করবেন। অথচ আই.সি.এস. পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ হলেন। কিন্তু কেম্ব্রিজের বি.এ. ডিগ্রী পাওয়া মাত্রই আই.সি.এস. ছেড়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন (১৯২১)। আই.সি.এস. থেকে পদত্যাগের মাধ্যমে তিনি চাকরি রোগগ্রস্ত বাঙালীদের মধ্যে একটি আদর্শ স্থাপন করলেন। এর পরে অনেকেই আই.সি.এস. না হওয়ার দিকে ঝুঁকতে থাকেন। তিনি ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং অধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি ভলান্টিয়ার আন্দোলনের নেতৃপদেও সমাসীন হন। ফলে তিনি ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৭ (বি) ধারায় দেশবন্ধুর সঙ্গে গ্রেফতার হন। তিন মাস হাজতে থাকার পর ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২২-২৩ সালে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে 'স্বরাজ্য দল' গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার পরিচালনা ও কাউন্সিল নির্বাচন উপলক্ষে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

তিনি ১৯২৩ সালে 'ইয়ং বেঙ্গল পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। সেই দলের অনুষ্ঠানপত্র থেকে দেখা যায়, তিনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ আকাঙ্ক্ষা করেছেন। শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা তাঁর বা তাঁর পরিকল্পিত দলের ঈপ্সিত লক্ষ্য ছিলো। [*পূর্বোক্ত:৭*]

১৯২৪ সালে তিনি কোলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এর অল্পকাল পরেই তিনি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এরই মাঝে ২১শে অক্টোবর (১৯২৪), তিনি বিনাবিচারে আটক হলেন। আলিপুর জেল থেকে

বহরমপুর জেলে ও সেখান থেকে পরে বার্মার মান্দালয়ে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে থাকাকালে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রবন্ধের শেষাংশে তাই জনগণের চৈতন্য সঞ্চার করার জন্যে বলা হয়েছে, 'দেশের জন্য সুভাষচন্দ্রের তিলে তিলে মৃত্যু কি দেশবাসীকে এখনও সজাগ করবে না?' [*পূর্বোক্ত:* ৭]

সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলি (জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত) শিরোনামে কোন এক বন্ধুকে বিভিন্ন সময়ে লিখিত সাতটি পত্র সংকলিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি পত্রের একটি করে শিরোনাম ও স্থান-তারিখ দেওয়া আছে। যেমন,

১. সন্ন্যাস হতে ফিরে বাড়ী ঢুকিবার পর।
৩৮/২, এলগিন রোড, কোলকাতা,
১৯/৬/১৪

২. জীবনের মিশন
৩৮/২, এলগিন রোড, কোলকাতা,
৩১/৮/১৫

৩. ভারতের নবজাগরণ
৩৮/২, এলগিন রোড, কোলকাতা,
১/২/১৬

৪. "আবার তোরা মানুষ হ"
৩৮/২ এলগিন রোড, কলিকাতা,
৮/২/১৬

৫. সৈনিক জীবনের আনন্দ
৩৮/২, এলগিন রোড, কলিকাতা
৩০/৪/১৮

৬. বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে

৭. মানসিক অবস্থা
৩/৯/১৯

উক্ত শিরোনামগুলো সংশ্লিষ্ট পত্রের বিষয়বস্তু নির্দেশক। সম্ভবত লাঙল কর্তৃপক্ষ এই শিরোনামগুলো দিয়ে থাকবেন। এসব পত্রে তাঁর ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ, ভাবনা, কল্পনা, আদর্শ, চেতনা ও জীবনাভিজ্ঞতা মুদ্রিত হয়েছে। মনুষ্যত্ব অর্জন এবং ভারতভূমির জাগরণ ও মুক্তিই ছিলো তাঁর চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয়। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন মানুষ হতে হলে তিনটি জিনিস থাকা চাই : (1) embodiment of the past (2) product of the present (3)

Prophet of the future. [*পূর্বোক্ত:৯*] ভারতের জাগরণের ও মুক্তির জন্যে এই মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে- 'আমরা যদি মানুষ হতে পারি তো ভারত জাগিবে'। [*পূর্বোক্ত:৯*] ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণও বার বার একথাই বলেছেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও নিজের শক্তি ও সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে এই ছিল তাঁর অভিমত। জীবন সম্পর্কে তার ধারণা এরূপ, 'জীবননদীতে বিপরীত স্রোত অনবরত বহিতেছে। এক স্রোত মঙ্গলের দিকে টানিয়া লয়, এবং অপর স্রোতটি ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই দুয়ের সঙ্গে সংগ্রামই জীবনের পুরুষকার'। [*পূর্বোক্ত:৯*] তাঁর এ ধারণা তাঁর আপন জীবন অভিজ্ঞতা সংসৃষ্ট এবং একই সঙ্গে বাস্তবও।

এছাড়াও 'দেশবন্ধু সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের চিঠি' শিরোনামে সুভাষচন্দ্রের একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। এতে প্রধানত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫) সম্পর্কে তাঁর অভিমত অভিব্যক্ত হয়েছে। লাঙলে প্রদত্ত টীকা থেকে জানা যায় চিঠিটি কথা সাহিত্যিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)-কে লিখিত ও তা বঙ্গবাণীর কার্তিক সংখ্যা হতে সংকলিত। [*পূর্বোক্ত:১০*] এটি মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল হতে ১২-৮-২৫ তারিখে লেখা হয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 'মাসিক বসুমতি'-তে শরৎচন্দ্র 'স্মৃতিকথা' নামে একটি নিবন্ধ লিখেন। সে নিবন্ধটি পড়ে সুভাষচন্দ্রের মনে যে ভাব, ভাবনা ও স্মৃতির উদ্রেক ঘটে তারই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত চিঠিটি লিখিত হয়েছিল। এখানে তিনি দেশবন্ধু সম্পর্কে চিত্তাকর্ষী নিবন্ধ লেখার জন্যে শরৎচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন একদিকে, অন্যদিকে তিনি নিজেই দেশবন্ধুর অনুপম দেশপ্রেম, চারিত্রিক সততা ও আত্মত্যাগের বিষয় উল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর প্রধান রাজনৈতিক সহকর্মী। দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবাসাই ছিলো দেশবন্ধুর জীবনের ব্রত। তাঁর সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অভিজ্ঞতাজাত মূল্যায়ন—'প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যারা তাঁর মতে বিশ্বাস করেন না- কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না করেও পারতেন না। আর তিনিও মতনির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্যচরিত্র বিচার করতে দেখিনি। মানুষের ভালো-মন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাঁকে ভালোবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।' [*পূর্বোক্ত:১১*] দেশবন্ধু ছিলেন উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার স্বাপ্নিক পুরুষ। রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনীতিতে তিনি সম্পূর্ণত ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর এ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সুভাষচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছে।

সম্ভবত স্থানাভাবে তাঁর বিলাতের পত্রাবলী লাঙলের এ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই ঘোষণা দিয়ে পাঠককে আগাম জানিয়ে দেয়া হয়েছে, "আগামী বারে সুভাষচন্দ্রের বিলাতের পত্র বাহির হইবে।' [*পূর্বোক্ত:৯*] এবং এ ঘোষণা অনুসারে পরবর্তী সংখ্যায় 'সুভাষচন্দ্রের বিলাতের পত্রাবলী' শিরোনামে চারটি পত্র প্রকাশিত হয় [*৬ষ্ঠ সংখ্যা:৫-৬*]।

অভিনিবেশ সহ লক্ষ করলে দেখা যাবে, সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলীর আবেদন কেবল প্রেরক-প্রাপকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেগুলোর আবেদন সার্বজনীন এবং এমন কি সর্বকালিকও। আবেদনে, ভাবে ও ভাষায় এগুলো সাহিত্য গুণান্বিত। এখানে তাঁর যে অন্তর্লোক উদ্ভাসিত তাতেও দেখা যায় তিনি আশাবাদী, স্বপ্নমগ্ন ও পৌরুষউজ্জ্বল।

(খ) **কমিউনিজম প্রসঙ্গ** : লাঙলের মূল লক্ষ্যই ছিলো কমিউনিজমের প্রচার। এর প্রতিটি সংখ্যায়ই কমিউনিজম বিষয়ক বা কমিউনিজম সংশ্লিষ্টদের এক বা একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ বা সংবাদবিবরণী থাকতো। 'সুভাষ সংখ্যা'টিতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্টদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি ছিলেন সিঙ্গার ভেলু। মাওলানা আজাদ, শোভানি, অর্জুনলাল, সভভক্ত, মাওলানা মোহানী (১৮৪৭-১৯৫১), বেগম মোহানী ও মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বক্তৃতাও করেন। তাঁদের বক্তৃতা অবলম্বন করে 'কমিউনিজম ও বলশেভিজম' শীর্ষক নিবন্ধটি সংলিখিত হয়। এতে দেখা যায়, প্রতিটি বক্তাই গুরুত্ব আরোপ করেছেন সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার প্রতি। তবে সমাজতন্ত্র বা কমিউজমের প্রতি তাদের সবার ধারণা ও অভিজ্ঞতা এক রকম ছিলো না। তাঁরা প্রত্যেকে কমিউনিজমকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। সিঙ্গার ভেলু তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেন, 'কমিউনিজমের অর্থ বিশ্বজগতের সহিত সহযোগিতা এবং ভারতীয় কমিউনিজম মোটেই বলশেভিজম নহে। আমরা বণিক সম্প্রদায়ের একাধিপত্য নাশ করিতে চাই। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য জনসাধারণের জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠা।' [*৫ম সংখ্যা:১৪*] মাওলানা মোহানী আরো স্পষ্টভাবে তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন, সর্বপ্রকার বৈধ উপায়ে স্বরাজ অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করাই আমাদের অভিপ্রায়। অতঃপর আমরা দেখিব, যাহাতে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের আকার ধারণ করে।' [*পূর্বোক্ত:১৪*] তাঁর ভাষণটি 'সাম্যবাদ কি?' ও 'সাম্যবাদ ও ধর্ম'-এ দু' উপশিরোনামে নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে বোঝা যায়, নিবন্ধকার বা লাঙল-

কর্তৃপক্ষ কমিউনিজমের রূপ-স্বরূপ বর্ণনায় ও সমাজে তার প্রবর্তনায় আগ্রহী। ধনিক-বণিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অপপ্রচারে সাম্যবাদ বা কমিউনিজম সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে মোহানী তা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন প্রাইভেট সম্পত্তির (যেমন: জমিজমা, কলকারখানা প্রভৃতি) উপর কমিউনিজমের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হয়—কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নয়। কমিউনিস্ট নীতিতে কোনো প্রাইভেট বা বণিকের সম্পত্তির কোন স্থান নেই। সম্পত্তি হবে সর্বসাধারণের। তিনি দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে বলেন, 'জলবায়ুর ন্যায় ভূমি ভগবানের দান এবং সেইজন্য সাধারণের সম্পত্তি। জমির উপর কাহারও স্বত্ব স্বামিত্ব বর্তিতে পারে না।' [*পূর্বোক্ত:১৪*] ভারতীয় সাম্যবাদী দলটি একান্তভাবে ভারতীয় হলেও বিদেশীয় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ও দলসমূহের সহানুভূতি ও মানসিক ঐক্য-নৈকট্য থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি স্পষ্টস্বরে বলেন, 'আমরা একই পথের পথিক।' [*পূর্বোক্ত:১৪*] কোনো কোনো মুসলিম নেতা ও দল অপপ্রচার করেছে যে কমিউনিজম ইসলাম পরিপন্থী। সুতরাং মুসলমানদের কাছে তা গ্রহণ অযোগ্য। মোহানী তার বিরোধিতা করে যুক্তিগর্ভ ভাষায় বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ইহা আদৌ সত্য নহে, বরং সাম্যবাদের চেয়ে ইসলামই ধনিকতন্ত্রের অধিকতর বিরোধী এবং যে পর্যন্ত একটি প্রাণীও অভুক্ত থাকিবে সে পর্যন্ত ধনিকের ব্যবসায়ে অর্থসঞ্চয় করিবার কোনো অধিকার নাই। এই জন্যই জাকাত এর বাধ্যবাধকতা ন্যস্ত করা হইয়াছে'। [*পূর্বোক্ত:১৫*] কমিউনিজমে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার ও ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীনতা স্বীকৃত। সুতরাং হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আস্তিক, নাস্তিক যে কেউ সাম্যবাদী দলের সদস্য হতে পারবে।

'কমিউনিস্ট পার্টির গঠন' শিরোনামে এক পত্র-নিবন্ধে মুজফ্‌ফর আহমদ বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার আহ্বান জানিয়েছেন, 'বাংলায় যাঁরা কমিউনিস্ট আছেন তাঁরা সমবেত হয়ে পার্টি গঠন করুন, এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আমি তাঁদেরকে জানাচ্ছি। কমিউনিস্ট হতে বলা এদেশের আইন অনুসারে অপরাধ নয়'। [*পূর্বোক্ত:১৫*] উল্লেখ্য যে, মুজফ্‌ফর আহমদ ছিলেন এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ। কমিউনিস্ট আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি বার বার নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ হয়েছেন। আজীবন তিনি কমিউনিজমে অটল ছিলেন।

(গ) বিবিধ প্রসঙ্গ : এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নজরুল ইসলামের পত্র, গ্রন্থ-সমালোচনা ও রবীন্দ্র-উদ্ধৃতি সুভাষ-চেতনা কিংবা কমিউনিস্ট চেতনার অনুষঙ্গী। সুতরাং 'সুভাষ সংখ্যা'য় এগুলোর অন্তর্ভুক্তি সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

১৭ ও ১৮ই জানুয়ারী (১৯২৬) অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহের কৃষক ও শ্রমিক সম্মেলনে নজরুলের যোগ দেবার কথা ছিলো। কিন্তু কুতুবউদ্দীন আহমদের

নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর পক্ষে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। তবে সম্মেলনে কৃষক শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে একটি বাণী পাঠান। সেটি সুভাষ সংখ্যায় 'নজরুল ইসলামের পত্র' নামে প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি তাঁর বাল্যস্মৃতি বিজড়িত ময়মনসিংহের কৃষক-শ্রমিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং একই সঙ্গে স্মরণ করেন খাদ্য উৎপাদন ও সভ্যতা নির্মাণে তাদের পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও অবদান। কিন্তু সামন্ত ও পুঁজিবাদ শাসন-শোষণে তারা জর্জরিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত ও বুভুক্ষু। তাঁর ভাষায়, 'কৃষকের দুঃখ, শ্রমিকের কাৎরানিতে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে।' [*পূর্বোক্ত:* ১৩] তিনি তাঁদেরকে আশার বাণী শুনিয়ে বলেছেন তাদের এ দুরবস্থা অচিরাৎ দূর হবে- নতুন দিন আসছে, নতুন যুগ আসছে, আসছে নতুন ত্রাতা,-'দিন আসিয়াছে, যন্ত্রণা পাইয়াছ ভাই, -এইবার তাহার প্রতিকারের ফেরেশ্‌তা দেবতা আসিতেছেন।' [*পূর্বোক্ত:*১৩] বলা আবশ্যক, নজরুলের আশাবাদের পশ্চাতে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭) প্রেরণা যুগিয়েছে।

পুস্তক-সমালোচনায় হৃষীকেশ সেন প্রণীত 'বাংলার কৃষকের কথা'-শীর্ষক গ্রন্থের পরিচিতিমূলক আলোচনা স্থান পায়। এ গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ ইতিপূর্বে লাঙলের বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। লাঙল-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে গ্রন্থটি ছিলো প্রয়োজনীয় ও অবশ্যপাঠ্য। কারণ, তাতে কৃষকের স্বার্থ ও স্বত্বের কথা আছে, আছে কৃষকের মুক্তির ইশারা, নির্দেশনা। ওই সময় ছিলো কৃষক জাগরণের যুগ। প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্তনও ঘটছিলো একই সময়ে। তাই গ্রন্থটি ছিলো একান্ত সময়োপযোগী। দেশের নেতা ও কর্মীদের এ গ্রন্থ পাঠের আবশ্যকতা উল্লেখ করে বলা হয়, 'যাঁরা দেশের সম্বন্ধে একটু ভাবেন, তাঁদের সকলেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য। [*পূর্বোক্ত:১৫*] কারণ, 'জাতির সকল সমস্যার অন্তরালে কোন্ মহাসমস্যা চলেছে তা এই পুস্তকখানা পড়লেই হৃদয়ঙ্গম হবে।' [*পূর্বোক্ত:১৫*] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বের অবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বরূপ ও তার কুফল এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাস্বত্ব আইন কি রকম হওয়া উচিত- এসব আলোচিত গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। সুতরাং গ্রন্থটি কৃষকআন্দোলন তথা সমাজবিপ্লবের সহায়ক ছিলো।

লাঙলের বিভিন্ন সংখ্যায় উদ্ধৃতির সংকলন লক্ষ করা যায়। আলোচ্য সংখ্যায়ও উদ্ধৃতি রয়েছে। এর সংখ্যা দুটি এবং দুটি রবীন্দ্র-কবিতা থেকে সংকলিত। এসব উদ্ধৃতিতে জীবন ও জগতের প্রতি আশাবাদ অভিব্যক্ত।

লাঙলের পরবর্তী সংখ্যায় (৬ষ্ঠ সংখ্যা)-ও রবীন্দ্রনাথের দুটি উদ্ধৃতি মুদ্রিত হয়। [*৬ষ্ঠ সংখ্যা:* ৬:৮] সম্ভবত উদ্ধৃতিগুলো পূর্বেই সুচিন্তিতভাবে নির্বাচন করে রাখা হতো। পত্রিকার ফাঁকা জায়গা পূরণে সেগুলোর ব্যবহার হতো।

উপসংহার :

নজরুল পরিচালিত লাঙল এদেশের রাজনীতি ও সাংবাদিকতার জগতে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এ পত্রিকার মাধ্যমে নজরুল বা লাঙলগোষ্ঠী সর্বহারা বা শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণ ও মুক্তির মন্ত্র প্রচার করেন যাতে করে তারা সমসাময়িক রাশিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নজরুল বা লাঙলগোষ্ঠী সেদিন ঊনত্রিশ বছর বয়স্ক সুভাষকে জনগণের যোগ্যনেতা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটা বিশেষত পরিচালক হিসেবে নজরুলের দূরদর্শিতার প্রমাণবহ। এই সুভাষই পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-৪৫) অন্তরীণ অবস্থা থেকে পালিয়ে গিয়ে (১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১) সিঙ্গাপুরে অক্ষশক্তির সাহায্যে আজাদ হিন্দফৌজ'-এর নেতৃত্ব গ্রহণ ও তা পুনর্গঠনপূর্বক ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু করেন। তিনি ভারতের একটি প্রবাসী সরকারও গঠন করেন।[৪] তাঁর বিপ্লবী চরিত্র নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে। তাই পরবর্তী কালে তাঁর কবিতায়ও তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ লক্ষ করা যায়। [*নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ড, ১৯৯৩:৫৯৪*]

'সুভাষ সংখ্যা' লাঙলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংখ্যা। এই সংখ্যা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে নজরুল তাঁর বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শের পুনঃপরিচয় দিয়েছেন। এ সংখ্যার সার্বিক পরিকল্পনা যে নজরুলের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, এর পূর্বেও আমরা দেখেছি তাঁর সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তিনি তিনটি বিশেষ সংখ্যা[৫] বের করেন।

পরিকল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি, লেখা নির্বাচন, উদ্ধৃতিচয়ন ও অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি সকল দিক থেকে লাঙলের 'সুভাষ সংখ্যা' বাংলা সাময়িকপত্রের জগতে ব্যতিক্রমী প্রকাশনা।

গ্রন্থপঞ্জি :

কাজী নজরুল ইসলাম : লাঙল
১৯২৫-২৬ ক কলকাতা

১৯৯৩ খ : নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, নতুন সং ঢাকা, বাংলা একাডেমী

মুজফ্ফর আহমদ : কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতি কথা
১৯৬৯ কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : বাংলা সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত
১৯৭৭ ঢাকা, বাংলা একাডেমী

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন : সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম,
১৯৮৮ ঢাকা, নজরুল ইনস্টিটিউট

রফিকুল ইসলাম : কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য
১৯৯১ কলকাতা, কে.পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী

শেখ দরবার আলম : অজানা নজরুল
১৯৮৮ ঢাকা, মল্লিক ব্রাদার্স

পাদটীকা :

১. মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় নজরুলের সৈনিক জীবনের বন্ধু। নজরুলের আগেই তিনি করাচীর সেনা ছাউনী ছেড়ে রেলে চাকরি গ্রহণ করেন। চুঁচুড়ায় তিনি ও নজরুল বহুদিন এক সঙ্গে ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি নজরুলের স্বরাজ সম্প্রদায় বা কৃষক শ্রমিক দলের সদস্য ও সহকর্মী ছিলেন। তিনি দুঃসাহসী ছিলেন বলে তাঁকে লাঙলের Jail Editor করা হয়। পরে তিনি ধর্মের টানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারকেশ্বরে আশ্রম নির্মাণ ও স্বামী বিরূপাক্ষানন্দ নাম ধারণ করেন।

২. শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাস সম্পর্কে কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। কৃষক- শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহ কমিটিতেও তাঁর নাম নেই। সম্ভবত তিনি এ সংগঠনের সাধারণ সদস্য বা সমর্থক হয়ে থাকবেন।

৩. ১৯২৬ সালের ১২ই আগষ্ট মুজফ্‌ফর আহমদের সম্পাদনায় বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র রূপে 'গণবাণী' আত্মপ্রকাশ করে। এর বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা ছিল লাঙলের মতোই। এতে নজরুল গুরুত্বপূর্ণ পদে না থাকলেও লেখক হিসেবে ছিলেন সক্রিয়।

৪. ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ সরকার গঠিত হয়: রাষ্ট্রপতি: সুভাষচন্দ্র বসু, মন্ত্রী: রাসবিহারী বসু, কর্ণেল শাহ নওয়াজ, কর্ণেল এ.সি. চট্টোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামী মাখন, দেবনাথ দাস, করিম গণি, ডি.এম. খাঁ, এ. ইয়ালাপ্পা, জে. থিবি, এ. এম. সরকার, সরদার ঈশ্বর সিংহ, কর্ণেল আজিজ আহমদ, কর্ণেল এন. এস. ভগৎ, কর্ণেল জে.কে. ভোঁসলা, কর্ণেল এম. জেড. কিয়ানী, কর্ণেল গুলজার সিংহ, কর্ণেল লোকনাথম, এ.এ. সাহা ও কর্ণেল এহসান কাদির প্রমুখ।

৫. মোহররম সংখ্যা (১ম বর্ষ: ৭ম সংখ্যা), আগমনী সংখ্যা (১ম বর্ষ:১২শ সংখ্যা), দেয়ালী সংখ্যা (১ম বর্ষ: ১৫শ সংখ্যা)।